দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ৫/৫/১২
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষক নিয়োগে পৃথক সরকারি কর্মকমিশন

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকশূন্যতা দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ১৯৮০ সালের সিভিল সার্ভিস এডুকেশন কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস অনুযায়ী সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের জন্য অনুমোদিত প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার পদের বিপরীতে এখনও ২ হাজার ৫ শত পদ শূন্য পড়িয়া আছে। এই শূন্যপদসমূহ পূরণের দায়িত্ব সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসির। পিএসসি এমনিতেই দায়িত্বের ভারে ন্যুব্জ। কারণ বিপুলসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণসহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি অনেক বিস্তৃত। জনপ্রশাসনে কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুদায়িত্ব তো আছেই। এমতাবস্থায় পিএসসির পক্ষে শুধু যে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হয় না তাহাই নহে, এমনকি প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ন্যূনতম দুই বৎসর পর্যন্ত সময় লাগিয়া যায়। আর ইহার কুফল ভোগ করিতে হয় সংশ্লিষ্ট সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদেরকে। ইহা লইয়া ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের হতাশা ও ক্ষোভের তীব্র বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়াছে বহুবার। এই বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষক নিয়োগে পৃথক সরকারি কর্মকমিশন গঠনের সিদ্ধান্তটি প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহার বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রায় দুই বৎসর আগে, ২০১০ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পিএসসি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সংশোধন করিয়া বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সাধারণ) এবং সরকারি কর্মকমিশন (শিক্ষা) নামে দুইটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হইয়াছে ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর। জানা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মতামতের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আইনের খসড়া প্রণীত হইয়াছে। 'বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সংশোধন) বিল ২০১১' শীর্ষক সেই খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও সম্পন্ন করিয়াছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ইত্তেফাকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। খবরটি স্বস্তিদায়ক। আমরা আশা করি, অচিরেই পৃথক সরকারি কর্ম-কমিশন আলোর মুখ দেখিবে। অবসান ঘটিবে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও ভোগান্তির।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসার ঘটানো। দ্বিতীয়ত, দ্রুততার সাথে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পিএসসির দায়িত্ব শুধু সরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়। নূতন আইনে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। অবশ্য বিদ্যমান অধিকাংশ আইন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইল, শুধু ভালো আইন প্রণয়ন করিলেই সুশাসন নিশ্চিত হয় না—আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই হইল সর্বাপেক্ষা বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই ক্ষেত্রে সরকার নির্বিশেষে কাহারো অতীত রেকর্ড যে মোটেও আশাব্যঞ্জক নহে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহার কারণও অবিদিত নহে। আইনের রক্ষকেরাই যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহা হইলে অন্যদের দোষ দেওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে, অধিকাংশ সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইহাই সাধারণ চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ক নূতন কর্মকমিশন গঠনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে এই